দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... DEC 23 1999 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

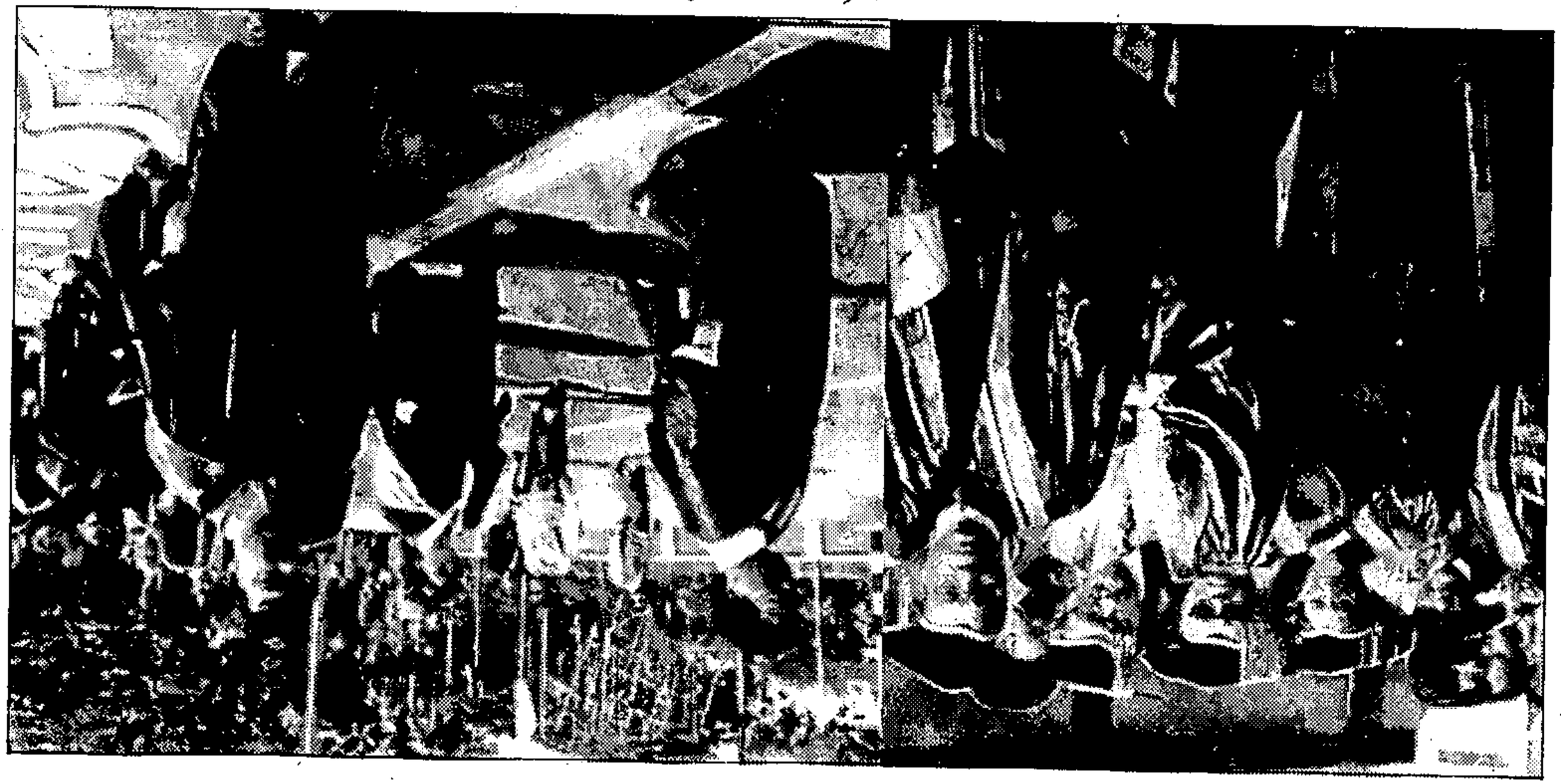

সাজ সাজ রব নিয়ে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪০ তম সমাবর্তন। স্বাধীনতার পর এই প্রথম বারের মত সমাবর্তনের আমেজই ছিল আলাদা। গাউন পরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, গবেষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের আনন্দ উল্লাসে মুখরিত হয়ে উঠেছিল জিমনেসিয়াম, কার্জন হল এলাকা। সমাবর্তনে আরও উল্লেখযোগ্য দিক ছিল নোবেল বিজয়ী অর্মত্য সেন ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ডিগ্রী প্রদান। দু' পর্বে অনুষ্ঠিত সমাবর্তনের প্রথম পর্বে পদকধারীদেরকে পদক বিতরণের পর চ্যান্সেলরের নেতৃত্বে, শোভাযাত্রার দৃশ্য ছিল মনোজ্ঞ আকর্ষণীয়। সমাবর্তনের আনন্দ, উল্লাস বিরাজমান ছিল প্রতি মুহূর্ত। এই সমাবর্তনে অংশগ্রহণকারীদের তাৎক্ষণিক অনুভূতি জানতে আমরা মুখোমুখি হয়েছিলাম বেশ কিছু শিক্ষক, গবেষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে। সমাবর্তন কেমন লাগছে এ প্রশ্নে ফার্মেসী বিভাগের প্রভাষক সীতেশ চন্দ্র বললেন, আমি ছাত্র অবস্থায় এ ধরনের একটা অনুষ্ঠানে যোগদান করতে পারেনি। ছাত্র জীবনের শিক্ষা ক্ষেত্রে এর চেয়ে বড় পাওয়া আর কি হতে পারে। তাছাড়া দু' জনকে ডক্টরেট ডিগ্রী দিতে পারায় বিশ্ববিদ্যালয় গর্ববোধ করছে।

সমাবর্তনের আনন্দমুখর স্মৃতি

সেই যে আমার নানা রঙের দিন গুলি

ঐতিহ্যবাহী প্রাচ্যের অক্সফোড ঢাঃ বিঃ প্রাক্তন ছাত্র এবং এখন শিক্ষক হিসেবে কর্মরত অবস্থায় সমাবর্তন অনুষ্ঠানে যোগদান করতে পেরে আমার বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রজীবনের সাধ আজ পূর্ণ হলো। প্রতিবছর সমাবর্তন হলে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাণ চাঞ্চল্য ও গতিশীলতা বৃদ্ধি পাবে বলে বিশ্বাস করেন একই বিভাগের শিক্ষক জয়দেব।

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের মোঃ ইকবাল হোসেন, ৪০ তম সমাবর্তন আমার কাছে শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ট আনন্দের ঘটনা। বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের অবসানে যতটা ব্যথিত হয়েছি ঠিক ততটা আনন্দিত হয়েছি সমাবর্তনে। অমর্ত্য সেনের সামনে আমাদের স্বীকৃতি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। গবেষক শরিফুল আলম উজ্বা সমাবর্তনের অনুভূতি সম্পর্কে বললেন, সমাবর্তন আমার স্বপ্ন ছিল। কিন্তু পোশাক ফেরত দেয়া এবং র‍্যালিতে অংশগ্রহণ না করতে পেরে ব্যথিত হয়েছি। সমাবর্তন, এক্সিলেন্ট! কিন্তু যা পাওয়ার ছিলো তা পাইনি। অনেক প্রতীক্ষা, আকাঙ্ক্ষার পর সমাবর্তনে অংশগ্রহণ করে কর্তৃপক্ষের প্রতি শ্রদ্ধাবোধের ঘাটতি হয়েছে বলে অনুভূতি প্রকাশ করলেন আই আরের ছাত্র জুড মার্ক।

সমাবর্তন আমার জীবনের দুর্লভ পাওয়া, যা আমার শিক্ষা জীবনকে সুন্দর করল বললেন বিকাশ চন্দ্র। সমাবর্তন আসলেই ছাত্র জীবনের অনেক বড় পাওয়া। শিক্ষা সমাপ্তির পর এর চেয়ে বড় পাওয়া আর কিছু হতে পারে না। সমাবর্তন প্রতি বছরই হওয়া উচিত তবে এ বছর আরও বেশী ছাত্র-শিক্ষককে অংশ গ্রহণের সুযোগ দিলে সমাবর্তন আরো প্রাণচঞ্চল হতো বলে মন্তব্য করেছেন অনেকে। সমাবর্তনের সময় বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা যেমন ছিল প্রাণচাঞ্চল্যে মুখরিত তেমনি অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ছিল ব্যাপক উদ্দীপনা। সমাবর্তনে অংশগ্রহণকারী জন্য ব্যবহৃত প্রতিটি প্রবেশ পথে মনোজ্ঞ তোরণগুলি যেন ঢাঃ বিঃ প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের অভ্যর্থনা জানাচ্ছিল।

সমাবর্তন

অংশগ্রহণকারীদের আনন্দ আরও উপচে পড়ছিল পুরানো দিনের সাথীদের কাছে পেয়ে, আর ধুম পড়েছিল ছবি তোলার। শিক্ষা জীবনের বন্ধু-বান্ধবদের কাছে পাওয়ার আনন্দ যেন পরিবেশটাকে আরও মুখরিত করেছিল। সমাবর্তনের ছোঁয়া ঢাঃ বিঃ-র অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদেরকেও বেশ আনন্দ দিয়েছে, যা তাদের ক্যাম্পাসে পদচারণা দেখে পরিলক্ষিত হয়েছিল। সমাবর্তনে অংশ গ্রহণ করতে পেরে গর্বিত, আনন্দিত শতাব্দীর সেরা পাওয়া বলে মন্তব্য করেছে মোঃ ইকবাল হোসেন, মুহা সাকিল সামাদ, মিসঃ জলি, নার্গিস সুলতানা, সাকিলা ইয়াসমিন।

❑ শহীদুল্লাহ মুহাম্মদ